শহর ও জেলার অন্দরে

ঝাড়গ্রামে বিজয়া সম্মিলনীতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১০ অক্টোবর— মঙ্গলবার প্রশাসনিক বৈঠকের পর বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে পুলিশের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি শুধুমাত্র জেলার একটা বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসি, সেটা ঝাড়গ্রাম।' এদিন তিনি বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, গত চার-পাঁচ বছর ধরে আমরা ইদ, দুর্গাপুজো, মহরম সহ প্রায় সমস্ত রকমের অনুষ্ঠানগুলি ভালোভাবে করে এসেছি। এবছর দুর্গাপূজা আর মহরম এক সঙ্গে পড়েছিল, তা আমরা একসঙ্গেই পালন করেছি, কোথাও কোনও অশান্তি হয়নি।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির নাম না করে বলেন, 'এটা যদি গণপতির বিসর্জন আর মহরম এক সঙ্গে হত এত শান্তিতে করতে পারত না। এটা আমি জোর করে বলতে পারি। এটা শুধু বাংলাই পারে, এটা বাংলার মানুষের কৃতিত্ব। এবার পুজোতে চক্রান্ত করা হয়েছিল মহরম ও পুজো কমিটিগুলিকে দিয়ে একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার। কিন্তু সেটা হয়নি। তাই আজ সারা বিশ্বে আমাদের বাংলা নিয়ে চর্চা হয়। কলকাতায় যেমন পুজো কার্নির্ভাল হয়, তেমনই আগামী বছর থেকে জেলাগুলিতেও বিশ্ববাংলা পুরস্কার ছাড়া বড় বড় পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে কার্নির্ভাল করা হবে।'

এদিনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র, সাংসদ মানস ভুঁইয়া, সাংসদ সুব্রত বক্সি, পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অজিত মাইতি, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা সিং হাজরা, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক ড. সুকুমার হাঁসদা, ঝাড়গ্রামের সাংসদ ড. উমা সোরেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষ, ঝাড়গ্রাম পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা, জেলাশাসক আর অর্জুন সহ একাধিক বিশিষ্টজন। এছাড়াও এই বিজয়ী সম্মিলনী অনুষ্ঠানে ২০৯টি পুজো কমিটি, ৯টি মহরম কমিটি ও বিভিন্ন ক্লাব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের পুজো ও মহরম কমিটিগুলি এদিনের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

অন্যদিকে বুধবার ঝাড়গ্রামের রাজ কলেজ মাঠ প্রশাসনিক সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করবেন এবং ওই সভা থেকেই মুখ্যমন্ত্রী ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের ২০৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও ২৬৫টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন, যার বরাদ্দকৃত অর্থ ২৯৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। একই সঙ্গে, ওই দিন বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ একলব্য বিদ্যালয়ের পাশের জমিতে রামকৃষ্ণ মিশন ঝাড়গ্রাম শাখার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০০ কোটি টাকা শুল্ক দুর্নীতিতে সিবিআই হানা কাস্টমসের ডিসি'র বাড়িতে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি– ১০০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তল্লাশি চালান শুল্ক দফতরের ডেপুটি কমিশনার নবনীত কুমারের বাসভবনে। মঙ্গলবার বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের কাছে কেন্দ্রীয় বিহার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় সিবিআই অফিসারেরা। শুল্ক দফতরের পদস্থ কিছু আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ছিল। ডেপুটি কমিশনার সহ কাস্টমসের দু'জন আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এই দু'জনের মধ্যে তিনজন ইন্সপেক্টর। এঁদের কয়েকজনের বাড়ি বিহারে।

বেশ কিছুদিন আগে এই দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত নিয়ে দিল্লিতে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার অফিসারেরা এক বৈঠক করেন। এই বৈঠকে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। শুল্ক দফতরে সরকারের ১০০ কোটি টাকার বেশি কর জমা পড়েনি। যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা সরকারের কর ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও সিবিআই ব্যবস্থা নেবে। শুল্ক বিভাগের অডিট রিপোর্টে দুর্নীতি ধরা পড়ে। তখন তা তদন্তের জন্য সিবিআইকে বলা হয়।

মঙ্গলবার কলকাতার মোট আটটি জায়গা সহ বিহারের বেশ কয়েকটি জায়গায় সিবিআই তল্লাশি শুরু করে। এজন্য দিল্লি থেকে কলকাতায় আসেন সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল। অভিযুক্ত শুল্ক আধিকারিকদের ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার সিবিআই বেশ কিছু নগদ অর্থ ও গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করেছে। শুল্ক ফাঁকির পরিমাণ ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর নোটবন্দির পর নতুন নোটেই ঘুষের টাকা লেনদেন হয়েছে। এই টাকার অধিকাংশ সোনা ও মূল্যবান রত্ন কেনা ও রিয়াল এস্টেটে ব্যয় করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘুষের টাকা দেশের বাইরে কোথাও ব্যাঙ্কে রাখা হয়েছে কিনা এই বিষয়েও সিবিআই সন্দেহ করছে।

সরকারের ঘরে নামমাত্র শুল্ক জমা দিয়ে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। যে সব ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে শুল্ক দফতরের অধিকারিকদের ঘুষ দিয়েছেন তাঁদেরও তালিকা প্রস্তুত করেছে সিবিআই। শুধুমাত্র কলকাতা ও বিহারের নয়, এভাবে সরকারের অর্থ ফাঁকি দেওয়ার চক্র দেশের অন্যান্য জায়গাতেও সক্রিয় বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। ঘুষের টাকা রিয়াল এস্টেট ছাড়াও বেনামে ব্যবসাতেও লগ্নি করা হয়েছে বলে সিবিআই সন্দেহ করছে বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে।

কলকাতায় ফিরল মৃত পর্যটকদের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি— অরুণাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়ে দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল তিন পর্যটকের । মঙ্গলবার তাঁদের দেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

পুলিশি সুত্রে খবর , অরুণাচলে বেড়াতে গিয়েছিলেন কলকাতার মেটিয়াবুরুজের বাসিন্দা বটুকান্ত ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী লিপি ভট্টাচার্য । সঙ্গে ছিলেন আরেক দম্পতি শিবাণী শূর, অমল শূর ও তাঁদের মেয়ে। তাঁরা থাকেন পাইকপাড়ায়। ৩ অক্টোবর অরুণাচলে অবস্থিত চীন সীমান্ত দেখে ফিরছিলেন তাঁরা। অভিযোগ মদ্যপ অবস্থায় জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল তাঁদের গাড়ির চালক। এই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় গাড়িটি । দূর্ঘটনায় মৃত্যু হয় লিপি ভট্টাচার্য, বটুকান্ত ভট্টাচার্য ও শিবাণী শূরের। গুরুতর আহত হন শিবাণী সুরের স্বামী অমল শূর ও তাঁদের মেয়ে। দূর্ঘটনায় অমলবাবুর ডান পা ভেঙে যায় । এছাড়াও চোট লাগে মাথায়, হাতে ও বুকে। পাশাপাশি আহত হন তাঁদের মেয়েও । তাঁরও ডান হাত ভেঙে যায়।

অসুস্থ অমলবাবুর অভিযোগ , ওই দিন গাড়ি চালককে বার বার গতি কমাতে বললেও কথা কানেই নেয়নি সে। উল্টে গতি আরও বাড়িয়ে দেয় । যার দরুন দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে ক্ষোভ এবং অভিযোগ তাঁর।

পাশাপাশি অরুণাচল সরকারের ভূমিকাতেও বেশ ক্ষুব্ধ অমল শূর । দূর্ঘটনার পর সরকারের তরফ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি বলেই জানান তিনি। পুরো ঘটনায় তদন্তের দাবিও করেছেন অমলবাবু।

তৃণমূল প্রধানের বিরুদ্ধে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য টাকা চাওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর-- ট্রেড লাইসেন্স করে দেওয়ার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা শিলিগুড়ি আশিঘর এলাকাতে। অভিযোগ, সেখানকার তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুধা সিংহ চ্যাটার্জি স্থানীয় ব্যবসায়ী সজলকুমার মণ্ডলের কাছে ট্রেড লাইসেন্স করে দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করেন। আর এই টাকা চাওয়ার বিষয়টি মোবাইলে রেকর্ডিং করে রাখলে তাঁকে আটকে প্রধান মিথ্যে মামলার কথা বলে আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে দিয়ে দিতে চান। সেই ব্যবসায়ীকে পুলিশ আটকও করে। পরে আবার প্রধান তাকে পুলিশ হেফাজত থেকে টেনে বের করে মারধর করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ হেফাজত থেকে কোনও আটক ব্যক্তিকে টেনে বের করে তার ওপর কেউ হামলা চালাতে পারে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘিরে এদিন বিকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় আশিঘর এলাকাতে। প্রধান সুধা সিংহ চ্যাটার্জি অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সব মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে।

সিপিএমের শক্তঘাঁটিতে তৃণমূলের থাবা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১০ অক্টোবর— মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা ২ ব্লককে সিপিএমের শক্তঘাঁটি বলা হয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস ভালভাবে থাবা বসাতে পারলেও, এই ব্লকে তারা ছিল দুর্বল। গত বিধানসভা নির্বাচনেও ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থীর কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আবু সুফিয়ান সরকার। অবশেষে এই ব্লকেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করল শাসকদল। ভগবানগোলা ২ পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হল সিপিএমের। মঙ্গলবার ভগবানগোলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষমতায় এল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন মানোয়ারা গুলুয়ারা বিবি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের কনভেনর সুবোধ দাস ভগবানগোলায় গিয়ে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করেন।

প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েত সমিতির ১৭ আসনের মধ্যে সিপিএম ১১টি এবং কংগ্রেস ৬টি আসনে জয়ী হয়। তৃণমূল কংগ্রেস একটি আসনও জয় হতে পারেনি। ইতিমধ্যে সিপিএমের ৬জন এবং কংগ্রেসের ৪জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। আজ নতুন সভাপতি গঠনের পরে বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখপাত্র অশোক দাস, জেলা সহ সভাপতি সুকুমার অধিকারী, জেলা সম্পাদক মানিক ভট্টাচার্য, বহরমপুর মহকুমা সভাপতি অরিত মজুমদার, সুবোধ দাস, আব্দুল মাতিন, আশিস সরকার প্রমুখ। অশোক দাস বলেন, ভগবানগোলা ২ ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল ছিল। এই দল বদল এবং পঞ্চায়েত সমিতি দখলের পরে এই ব্লকে সাংগঠনিকভাবে আমরা শক্তিশালী হলাম।

সুবোধ দাস বলেন, জেলা সভাপতি মান্নান হোসেনের হাত ধরে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। মান্নান সাহেব যেহেতু অসুস্থ এবং কলকাতায় তার কাছে লালবাগ মহকুম সভাপতি রাজীব হোসেন রয়েছেন, ফলে তাদের নির্দেশেই আমি আজ ভগবানগোলায় গিয়ে সভাপতি কে হবেন সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করি। সুকুমার অধিকারী বলেন, একের পর এক পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রামপঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসার মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়, মানুষ আর কোন অবস্থাতেই কংগ্রেস এবং সিপিএমের সঙ্গে থাকতে ছাইছে না।

দ্বিতীয় খেলার জন্য প্রস্তুত বিধাননগর পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ১০ অক্টোবর— বুধবার দ্বিতীয়বারের জন্য এবছরের অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের খেলা হতে চলেছে বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। তার আগে প্রথমদিনের ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে দ্বিতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত বিধাননগর পুলিশ। বুধবারের ম্যাচের জন্য বিধাননগর পুলিশ আগের দিনের জলসংকট মিটিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে জলের পাউচ রাখছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টিতে যাতে দর্শকরা না ভেজে সেজন্য রেনকোট নিয়ে ঢোকার অনুমতি দিতে চলেছে বিধাননগর পুলিশ।

মঙ্গলবার একথা জানালেন বিধাননগর কমিশনারেটের ডিসি হেড কোয়ার্টার সন্তোষ পাণ্ডে। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, আগের দিন যুবভারতীর এক নম্বর গেটে টিকিট ব্ল্যাক করার জন্য ছ'জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। বুধবারের ম্যাচের জন্য যাতে এরকম কোনও ঘটনা না ঘটে, সেজন্য নজর রাখছে বিধাননগর পুলিশ। এছাড়া, আগের দিনের মতো প্রত্যেক গেটের জন্য গাড়ি পার্কিংয়ের নির্দিষ্ট স্থানও করা হয়েছে।

গাড়ি পার্কিংয়ের পাস পাওয়া যাবে আগের দিনের মতো বেলেঘাটা, নিউটাউনের ট্রাফিক গার্ড থেকে। এছাড়া এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে জানানো হয়, যারা অনলাইনে টিকিট কেটেছে, কিন্তু এদিন টিকিট তোলেনি তারা মিলনমেলা থেকে টিকিট সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়াও আগের দিনের মতো শাটল বাস চলবে। তা ছাড়া আগের দিন ট্রাফিক নিয়ে যে সামান্য অসুবিধা হয়েছিল, তাও দূর করা হবে। এদিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিসিডিডি কে সরবি রাজকুমার। এদিন বিধাননগর পুলিশের তরফে জানানো হয়, পার্কিংয়ের জন্য যে বিশেষ অ্যাপ পার্ক স্ন্যাপ চালু করা হয়েছে, তা দু'হাজারেরও বেশি মানুষ ব্যবহার করছে। আর তা দেখভালের জন্য ১০০-র বেশি কলেজ পড়ুয়া।

পাঁশকুড়াতে রেললাইনের ধারে আধিকারিকের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ অক্টোবর– ফের অমানবিকতার নজির। এবার রাস্তার উপর ৪ ঘন্টা ধরে পড়ে রইল মৃতদেহ। সোমবার রাতে এই ঘটনাটি হয়েছে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত পাঁশকুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। মৃতের নাম মদনগোপাল দাস (৫৮)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ পাঁশকুড়া রেলস্টেশনে নেমেছিলেন ওই ব্যক্তি। এরপর ৪০০ মিটার হাঁটার পর, আচমকা একটি লরিকে পাশ কাটাতে চাইছিলেন তিনি। এরপর রাস্তার বড় গর্তে পড়ে যান তিনি। মাথা থেকে ব্যাপক রক্ত বেরতে থাকে। কিন্তু, অনেকেই ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। এরপর স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে, তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পরক্ষণে, মৃতদেহটি জনবহুল রাস্তার পাশে রেখে পালিয়ে যায় স্থানীয়রা। মুকলেশ আজম নামে জনৈক বলেন, রেল কর্তৃপক্ষকে বারবার বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও গুরুত্ব দেয়নি তারা। স্থানীয়রাও বিষয়টি এড়িয়ে যান। পরে, জানা যায় মৃত মদনবাবু খড়গপুর রেলের ডিআরএমের চিফ সুপার-ইন-টেন্ড পদে কর্মরত। প্রতিদিনই খড়গপুর থেকে যাতায়াত করেন পাঁশকুড়াতে। এখানেই পাঁশকুড়ার কনকপুরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। তাঁর বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রাম বলেই স্থানীয় ও পুলিশ মারফৎ জানা গেছে। এরপর খবর দেওয়া হয় ঘর মালিক নবেন্দু সরকারকে। তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এরপর রেল কর্তৃপক্ষের তরফে চিকিৎসক পাঠান হয়। তিনিও মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, মৃতদেহ সরাতে ডাকা হলেও জিআরপি আসতে চায়নি। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্য পাঁশকুড়া স্টেশন ম্যানেজার মেঘরাই হাঁসদা বলেন, আমরা চিকিৎসককে খবর দিয়েছিলাম। তিনি এসে দেখার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু, মৃতদেহ উদ্ধার করতে এত সময় লাগল কেন, তা জানিনা। শেষপর্যন্ত, রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় পাঁশকুড়া থানার পুলিশ। এতএব মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠান হয়। এই ঘটনা জানাজানির পরই রীতিমতো তোলপাড় শুরু হয় নানামহলে।

উন্নয়ন ও সংগঠনে গুরুত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

একের পাতার পর

প্রত্যেক থানার আইসিদের কাছে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি জানার পাশাপাশি কোনও সমস্যা হলে তা দ্রুত মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন।

এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠকে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতর কাছে জানতে চান বারে বারে, আপনার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ কেন জমা পড়ছে? চূড়ামণি অবশ্য কোনও জবাব দিতে পারেননি। তিনি বলতে গেলেও মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাতকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ধমক দিয়ে বলেন, আমি আপনার কাছ থেকে বিডিওর প্রশংসা শুনতে আসিনি, বিডিওরা বিডিওর কাজ করবে। আপনি কী করছেন, কেন কাজের এত গাফিলতি, কোথায় কতবার ঘুরছেন? আদিবাসী মানুষদের কাছে উন্নয়ন পৌঁছচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন কিনা, সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন? আপনার যে কাজ করার সেগুলি করার চেষ্টা করুন। শুনেছি আপনি আগে চাষ করতেন, এখন কী চাষ করেন? আপনি এখন কী করছেন? সাধারণ মানুষের কাজগুলি দেখুন। আপনাকে দায়িত্ব দিলাম সুকুমার হাঁসদার সঙ্গে একসঙ্গে মিলে রাস্তায় নেমে কাজ করুন। মন্ত্রী পশ্চিমাঞ্চল দফতরের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে পশ্চিমাঞ্চল দফতর। বিভাগীয় সচিব তালিম কুমারকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী তথা ঝাড়গ্রামের বিধায়ক সুকুমার হাঁসদা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ নিয়ে অভিযোগ পেশ করেন। সেই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বিভাগীয় সচিবের কাছে দফতরের কাজকর্মের গাফিলতির প্রসঙ্গে জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তোতলাতে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত তাঁর জেলাতে শুধু কাজ করছেন, কিন্তু বাকি জেলা শুধু খই ছড়াবে, না খাবে? বিভাগীয় সচিবকে তিনি কড়া ভাষায় জানিয়ে দেন, পশ্চিমাঞ্চল দফতরের কাজকর্ম যেন সঠিক পদ্ধতিতে হয়। উন্নয়নের প্রশ্নে কোনও অজুহাত বরদাস্ত করা হবে না। তবে মুখ্যমন্ত্রী ড. উমা সরেনের কাজকর্মে স্বভাবতই খুশি। জেলাশাসককে নির্দেশ দেন এমপি ল্যাডের কাজ যেন দ্রুত শেষ করা হয়। এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, ঝাড়গ্রামের পরিবহণ টার্মিনাসের ভবন হবে এছাড়াও অন্যান্য কাজকর্মও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দারা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ভিনরাজ্যের গাড়ি কিনে নিয়ে আসছে এ রাজ্যে। এছাড়াও পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে পুলিশ নানা অজুহাতে আটকে রেখে হয়রানি করছে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামের পুলিশকর্তাদের সাফ জানিয়ে দেন, পণ্যবাহী গাড়িগুলি আটকে রাখার মোটিভ কি রয়েছে, এটা করা যাবে না? পাশাপাশি তিনি জানিয়ে দেন, ভিন রাজ্যের গাড়ি থাকলে এ রাজ্যে রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে বিষয়টি দেখার জন্য জেলা পুলিশ সুপার ও জেলাশাসককে নির্দেশ দেন। এদিন বৈঠকে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ তিন জেলার ডিএফওদের হাতি সম্পর্কে জানতে চাযন তিনি। সেই সময় ঝাড়গ্রামের ডিএফও বাসবরাজ হেলেচ্ছি বলেন, আমার এলাকায় একটিও হাতি নেই। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লালগড়ের ছোটো পেলিয়া গ্রামের বাসিন্দা ক্ষেমানন্দ মাহাত বলে ওঠেন, আমার লালগড়ে ১৫টি হাতি রয়েছে। এরপরেই চুপও হয়ে যান বাসববাবু। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়ে বলেন, হাতি মানুষের প্রচুর ক্ষতি করেছে। হাতিদেরকে আটকাতে প্রয়োজনে ১০০ দিনের প্রকল্পে গ্রামীণ ছেলেদের কাজে নিয়োগ করুন। বন দফতরের নিয়োগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডিজি'র কাছে জানতে চান এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তা নিয়োগ করার কথা বলেন। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়গ্রামের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামে পুলিশের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে বিজয়া সম্মিলনী শেষে আবার নেতা-মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি চূড়ামণি মাহাতকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সভাপতি অজিত মাইতিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং চূড়ামণি মাহাত ও সুকুমার হাঁসদাকে কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ঝাড়গ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান দুর্গেশ মল্লদেব ও নয়াগ্রামের বিধায়ককে সাধারণ সম্পাদক করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলার আটটি ব্লকের বিডিও সহ সমস্ত দফতরের আধিকারিকরা, পুলিশের আধিকারিকরা, জেলার বিধায়ক, পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিভিন্ন দফতরের সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজি পুরকায়স্থ সহ একাধিক আধিকারিক।

ছট পুজো ঘিরে প্রশাসনিক নির্দেশে উঠছে নানা প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১০ অক্টোবর-- এবারে আদালতের গ্রিন বেঞ্চের নির্দেশে বলা হয়েছে, মহানন্দা নদী বাঁচাতে ছট পুজোর সময় সেতু তৈরি করা যাবে না। নদী থেকে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রেখে ছট পুজো করতে হবে। আর এই নির্দেশিকা নিয়ে প্রশাসন বৈঠক করেছে শিলিগুড়িতে। সেই নির্দেশিকার পর অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ছট পুজো ঘিরে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সমরনগর গীতাদেবী ঘাটের ছট পুজো ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা ইন্টারন্যাশানাল হিউম্যান রাইটস অ্যান্টি ক্রাইমের চেয়ারম্যান রমেশ শা বলেন, ছট পুজোর কুড়ি দিন আগে কেন এই নির্দেশকা? নদী তো সারা বছরই দূষিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ ছট পুজোর সময় নদী পরিষ্কার করা হয়। অন্য সময় বিভিন্ন হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের বর্জ্য ফেলা হয় নদীতে। বিভিন্ন রোগীর কাপড় কাচা হয় নদীতে। সেদিকে সরকার নজর দেয় না। নদীতে অনেকে খাটা পায়খানার ময়লা ফেলে। নদীর চর দখল হয়ে যাচ্ছে। চম্পাসারি মিলন মোড় এলাকাতে নদীর ধারে অবৈধভাবে সব বালি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেদিকে তো কারও নজর নেই। সবার নজর ভোটের দিকে। আর ছট পুজোর আয়োজন সকলে ব্যক্তিগতভাবে করে। এর সঙ্গে ছট পুজো আয়োজক সংস্থাগুলোর কোনও দায়িত্ব নেই। পুজো করে যে যার মতো ব্যক্তিগতভাবে। তবে পুজো যাতে সুশৃঙ্খলভাবে হয় সেজন্য আয়োজক সংস্থাগুলো উদ্যোগ নেয়। তাই এনিয়ে প্রশাসনকে ভাবা প্রয়োজন বলে রমেশবাবু জানান। এদিকে মঙ্গলবার পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বিহারী কল্যাণ মঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেন। মন্ত্রী পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

সম্পর্ক ছিন্ন মুকুলের

একের পাতার পর

তবে, কি যেনতেন প্রকারে বঙ্গের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে বিজেপি। মুকুল রায় তৃণমূল ছাড়ার পর রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে এরাজ্যে লাভবান হবে বিজেপি। এমনই কথা শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। ফলে, শুধু মুকুল রায় নাকি অন্য কোনও তৃণমূলের শীর্ষনেতা আগামী দিনে এই পথে হাঁটবেন তা নিয়ে রীতিমত আলোচনা তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সোমেন মিত্র, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় দল ছাড়লেও মমতার জনভিত্তিতে তাঁরা আঁচড়ও কাটতে পারেননি। ফলে মুকুল রায় আদৌ সফল হবেন কিনা আগামীতে সেই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এর আগে প্রণব মুখোপাধ্যায়ও কংগ্রেস ছেড়ে রাজনৈতিকভাবে সফল হননি এরাজ্যে। একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই কংগ্রেস ছেড়ে সীমিত সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। সে কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতিক্রমী। তাঁর আপসহীন মনোভাব এবং অক্লান্ত পরিশ্রম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জননেত্রী হিসেবে পরিচিত করেছে দেশের আমজনতার মধ্যে। মুকুল রায়ের সেই জনভিত্তি কোনও দিনই ছিল না। এটা যদি মুকুলের মাইনাস পয়েন্ট হয়, তবে প্লাস পয়েন্ট অবশ্যই রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল এবং ব্লকস্তরের নেতাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। এই যোগাযোগই মুকুল রায়কে রাজনীতির অন্যতম চরিত্র হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের কথায়, তৃণমূলের হৃদয় যদি হয় মমতা, মস্তিষ্ক নিঃসন্দেহে মুকুল। এবার এই সেই মস্তিষ্কই চলে যাচ্ছে দল ছেড়ে। যদিও মমতা এধরনের দলত্যাগকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। দলের বিভিন্ন সভায় তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, তৃণমূল কংগ্রেস এখন মহীরূহে পরিণত হয়েছে, যখন তখন ছাগল-গরু এসে মুড়িয়ে দিতে পারবে না।

দিল্লিতে তৃণমূল ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা আগে মুকুল রায় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন বিভিন্ন পূজার্চ্চনা এবং দরগার পীরেদের সঙ্গে দেখা করার মধ্য দিয়ে। এদিন তিনি দিল্লির হনুমান মন্দিরেও যেমন গিয়েছেন, তেমনি আগামীর রাজনৈতিক অঙ্ক হিসেবে তিনি দরগার পীর-ইমামদেরও কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দোয়া নিয়েছেন। জ্যোতিষীর পরামর্শ মেনে মুকুল রায় তাঁর দলত্যাগ এবং নতুন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিনক্ষণ স্থির করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রেখে পশ্চিমবঙ্গে মমতার সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে মুকুল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ইনিংসের যবনিকা টেনে দ্বিতীয় ইনিংস কীভাবে শুরু করেন, এখন সেটাই দেখার। যদিও মুকুলের দলত্যাগকে খুব একটা আমল দিতে রাজি নন তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিদায়বেলায় মুকুলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, 'সাগরে হারিয়ে যাবে।'

প্রেসম্যান অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড
CIN : L74140WB1983PLC036495
রেজি. অফিস : প্রেসম্যান হাউস,
১০এ লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
ফোন : (০৩৩) ৪০৩১০৮১০,
ফ্যাক্স : (০৩৩) ৪০৩১০৮১৩
ইমেল : ir@pressmanindia.com
www.pressmanadvertising.in

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য মঙ্গলবার ১৭ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১০ অক্টোবর, ২০১৭ পুনম সিং
কলকাতা কোম্পানি সেক্রেটারি

ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড
রেজি. অফিস : ৪০৯, সোয়াইকা সেন্টার, ৪এ, পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.) ৭০০ ০০১, ফোন : ০৩৩-২২৩৪২৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com
ইমেল : info@dynamicarchistructures.com
CIN : L45201WB1996PLC077451

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭(১) অধীনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত কোম্পানির দ্বিতীয় তিনমাস/ছয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য সোমবার ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখ দুপুর ২.০০টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেগুলেশন ৪৭(২) অধীনে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ডায়নামিক আর্কিস্ট্রাকচার্স লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দানমল পরওয়াল
স্থান : কলকাতা চেয়ারম্যান কাম
তারিখ : ১০ অক্টোবর, ২০১৭ ম্যানেজিং ডিরেক্টর

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে]
সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০-এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত

এবং

রামধনি টাইআপ প্রাইভেট লিমিটেড, (CIN : U51909WB2004PTC099999) রেজিস্টার্ড অফিস, ৭এ, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, সম্পর্কিত

.... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ৬ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত দরখাস্তকারী কোম্পানি কর্তৃক ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয় নির্ধারণ নিমিত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত দাখিলের প্রক্রিয়াবদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, II-এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০-এর নিকট MCA-21 portal (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা স্বয়ং দাখিল বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে পারেন এবং একটি কপি দরখাস্তকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

৭এ, কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
দরখাস্তকারীর পক্ষে
রামধনি টাইআপ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- বিকাশ বারলিয়া
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর
তারিখ : ০৬.১০.২০১৭ (DIN : 00548194)

টেন্ডার

বিবিধ কাজ

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. ডিভ ইলেক্ট. ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/কেজিপি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য সমীগীর পাশে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে ই-টেন্ডার (টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং আরএসও/কেজিপি/টেন্ডার/১৭-১৮, তাং ০৬.১০.২০১৭ আহ্বান করা হচ্ছে, যা খোলা দুপুর ৩.৩০ মি. হবে। ক্র. নং, কাজের বর্ণনা এবং এনআইটি নং, টেন্ডার মূল্য, ইএমডি নিম্নোক্ত মতো : (১) এসআরসি স্টেশন কমপ্লেক্সে (সব ইয়ার্ড সমেত) ০২ (দুই) বছর সময়সীমায় চব্বিশ ঘন্টার জন্য লোকোমোটিভ, ব্রেক ভ্যান ও সড়ক পরিবহন যান থেকে এলপি এবং গার্ডদের লাইন বাক্স বোঝাই ও খালাস করা। এনআইটি নং আরএসও-কেজিপি-বক্সবয়-এসআরসি-১৭; ₹ ৯১,৩১,৯০২.২১, ₹ ১,৮২,৬৪০/-। (২) নিমপুরায় রানিং রুমে, বহিরাগত এজেন্সী দ্বারা ০২ বছর সময়সীমায় চব্বিশ ঘন্টার জন্য ক্রু এবং গার্ডদের জন্য খাদ্য তৈরী ও পরিবেশন করা। এনআইটি নং আরএসও-কেজিপি-মিল-এনএমপি-১৭-১৮; ₹ ৫৬,২২,৯৪৩, ₹ ১,১২,৪৬০/-। (৩) কেজিপি থেকে এনএমপি ডিপার্চার ইয়ার্ড, আর ইয়ার্ড, থ্রু ইয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাক ক্রু এবং গার্ডদের, তাঁদের লাইন বাক্স সমেত পরিবহণের জন্য বহিরাগত এজেন্সী দ্বারা ০২ বছর (অর্থাৎ ৭৩০দিন) সময়সীমার জন্য বাক্স বহনের ব্যবস্থা সমেত ৩ (তিন)টি ৯ (নয়) আসনের (অর্থাৎ ৮+১ (চালক) =৯) যান, যেমন টাটা সুমো/বোলেরো/কোয়ালিস বা সমতুল ভাড়াকরণ। এনআইটি নং আরএসও-কেজিপি-ভেহিকল-১৭; ₹ ৬০,২০,৬৩১.২০, ₹ ১,২০,৪২০/-। (৪) কমবাইন্ড ক্রু লবি/কেজিপি-তে দেয়াল ও ছাদ থেকে মাকড়শার জাল পরিষ্কারসহ শৌচালয়, স্নানঘর, মেঝে পরিষ্কার করা ও ঝাঁট দেওয়া, সীমানা পাঁচিলের মধ্যের সব ঢাকা পরিসর থেকে ঘাস ও ঝোপ তুলে ফেলা সমেত বহিরের কমপ্লেক্স পরিষ্কার করা কাজের সম্পাদন। এনআইটি নং আরএসও-কেজিপি-লবি-১৭; ₹ ৯,১৮,৬০৫.৮৮, ₹ ১৮,৩৮০/-। (৫) এসআরসি-তে ০৩ (তিন) বছর (অর্থাৎ ১০৯৫ দিন) সময়সীমার জন্য ক্রু এবং গার্ডদের তাঁদের লাইন বাক্স সমেত পরিবহণের জন্য ০১ (এক)টি সড়ক যান ভাড়াকরণ। এনআইটি নং আরএসও-ভেহিকল-এসআরসি-১৭; ₹ ২১,০০,৯৯৮.৪০, ₹ ৪২,০২০/-। টেন্ডার নথির মূল্য : ৫,০০০/- ক্র নং ১,২ ও ৩-এর জন্য, ২,০০০/- ক্র নং ৪-এর জন্য, ৩,০০০/- ক্র. নং ৫-এর জন্য। খোলার তারিখ : ২১.১১.২০১৭ উপরের সব টেন্ডারের জন্য। কাজ শেষের মেয়াদ : ০২ বছর ক্র নং ১ ও ২-এর জন্য, ৭৩০ দিন, ক্র. নং ৩-এর জন্য, ০৩ বছর ক্র. নং ৪-এর জন্য, ১০৯৫ দিন, ক্র নং ৫-এর জন্য। জমার তারিখ : ২১.১১.২০১৭-এর দুপুর ৩টা। আগ্রহী ডাকদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বর্ণনা, মাপকাঠির জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য ডাকদাতারা সব টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। PR-760

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
গ্রাহকদের সেবায় পরিষেবা